শীতলা পূজা

হর্ষপ্রতিম পাল
অষ্টম শ্রেণী

ফাগুন-চৈত্র মাস আসিলেই তেলি-মুরাগ্রামে বসন্ত রে গ দেখা দেয় তাই এবার বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া গ্রামের লোকেরা চাঁদা করিয়া শীতলা পূজা করিবার পরামর্শ করিল। গ্রামের সকল গরীব দুঃখী যাহার যেমন সাধ্য তাহারা সেইরূপ চাঁদা দিল, পূজার ফর্দ হইল, যাহা ব্যয় হইবে তাহার ও ফর্দ হইল। কেবল ১০-১২ টাকার অভাব পড়িতেছে, কিন্তু তাহা ও ধার চলিবে সকল জিনিষ কেনা শুরু হল, পূজার আয়োজন চলল। এমন সময় তাহাদের মনে পড়িল কাঙ্গালী বিদায়ের কোন ব্যবস্থা নাই। দরিদ্রের দেশ তেলিমুরা গ্রাম, দুর্ভিক্ষের বৎসর এ গ্রামে পূজা হইতেসে শুনিলে প্রচুর দরিদ্র ভিক্ষা করিতে আসিবে। কেহ বলিতেছেন, নগদ এক এক পয়সা দেওয়া উচিত। এদিকে ভাণ্ডারে একটি পয়সাও মজুত নাই, কি করা যায়। দরিদ্র ভিখারীকে একেবারে বঞ্চিত করা ভাল নয়। এমন সময় মুরুব্বিরা চিন্তা করে পরামর্শ নিলেন যে, গ্রামে সকল ঘরে যাইয়া ভিখারীদের জন্য ভিক্ষা করা হউক এবং তাহাতে যাহা আসিবে ভিখারীদের তাহাই বিতরণ করা হইবে। কার্যে তাহাই হইল, ভিখারীর জন্য ভিক্ষা করিতে বাবোয়ারীর সকলেই এক কৃপণের বাড়ীতে গিয়া উঠিল।

কৃপণ বলিল, "আমি গরীব মানুষ নিজেই খেতে পাই না, আমি দেব কোথা হইতে? আমার কিছু নেই।"

বাবোয়ারী পক্ষের একটি ছেলে এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল—"তবে আপনি আমাদের কাছ থেকে কিছু চাল নিন। আমরা গরীবদের দেবার জন্য ভিক্ষা করছি।" কৃপন অপ্রতিভ হইয়া হাসিতে হাসিতে একটি পয়সা দিল।